যার বাস, আলোকিত মুহূর্তের আনন্দকে সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু যার জীবনে দীপ বিভাসিত উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি স্বল্পকাল স্থায়িত্বের পরই স্মৃতি হয়ে যায়, তার জীবনের অন্ধকার অতল নিবিড়। রাধা সেই নিবিড় অন্ধকারবাসিনী স্মৃতিজর্জরিতা আলোক-পিপাসু। কবি চণ্ডীদাস তাঁর আভরণহীন ভাষার মর্মভেদী ব্যঞ্জনায় এই রাধাকে পাঠকের হৃদয়ের সহমর্মিতাময় রসলোকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

জয়জয়ন্তী[১]

এ[২] সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা[৩] বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি[৪] ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন[৫] ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া[৬]॥
কুলিশ শত[৭] শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত[৮] ছাতিয়া॥
তিমির দিগ[৯] ভরি ঘোর[১০] যামিনী
অথির[১১] বিজুরিক পাঁতিয়া[১২]।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া[১৩]॥ ১১৭ ॥

পাঠান্তর : ১। 'মল্লার' ২। 'হে' ৩। 'ভর' ৪। 'ঝঞ্ঝা' ৫। 'গগনে' ৬। 'বর সন্তিয়া' পরে অতিরিক্ত এই কলিগুলি দেখা যায়—'দরকে দামিনী, বেরি চৌদীসে/অম্বুধর গরজন্তিয়া।/কাএ কামিনি, সমন মনসিজ/খড়্গ খরতর হন্তিয়া॥' ৭। 'কত' ৮। 'যাওত' ৯। 'ভরি' ১০। 'জোর' ১১। 'নখির' ১২। পংক্তিটির পরিবর্তে 'দরকে দামিনী পাতিয়া' ১৩। সমগ্র ভণিতাটির স্থলে 'ভণয়ে শেখর, কৈছে নিরবহ/সো হরি বাণু ইহ রাতিয়া।'

শব্দ-টীকা : হামারি—আমারি, ওর—সীমা, এ সখি...ওর—হে সখি, আমার দুঃখের কোনো সীমা নেই। বাদর—বাদল, মাহ—মাস, ভাদর—ভাদ্র, মন্দির—গৃহ, এ ভরা...মোর—ভাদ্র মাসের এই ভরা বাদলের দিনে আমার গৃহ (প্রিয়) শূন্য। ঝম্পি—ঝেঁপে, দশদিক পরিব্যাপ্ত করে, ঘন—মেঘ, গরজন্তি—গর্জন করছে, সন্ততি—সর্বদা, বরিখন্তিয়া—বর্ষণ হচ্ছে, ঝম্পি...বরিখন্তিয়া—দশদিক পরিব্যাপ্ত করে নিরন্তর মেঘ গর্জন করছে ; আর সারা পৃথিবী (ভুবন) বর্ষণে (বৃষ্টির জলে) ভরে

Scanned with CamScanner

যাচ্ছে। **পাহুন**—প্রবাসী, অতিথি, **হন্তিয়া**—হানছে, **কান্ত...হন্তিয়া**—কৃষ্ণ (কান্ত) এখন মথুরা প্রবাসী, (অথচ) নিষ্ঠুর কামদেব (কাম দারুণ) আমাকে নিরন্তর (সঘনে) তীক্ষ্ণ শর (খর শর) হেনে চলেছেন। **কুলিশ**—বজ্র, **মোদিত**—আমোদিত, আনন্দিত, **কুলিশ...মাতিয়া**—শত শত বজ্রপাত হচ্ছে। আনন্দিত ময়ূর মত্ত হয়ে (মাতিয়া) নৃত্য করছে। **দাদুরী**—ব্যাঙ, **ছাতিয়া**—বুক, **মত্ত...ছাতিয়া**—(বৃষ্টির জলে) ব্যাঙেরাও আনন্দে মত্ত, ডাহুকীও আনন্দে ডেকে চলেছে। কিন্তু (প্রিয় বিরহে কাম জর্জর হয়ে) আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। **বিজুরিক**—বিদ্যুতের, **পাঁতিয়া**—পংক্তি, সারি, **তিমির...পাঁতিয়া**—দশদিক ব্যাপ্ত অন্ধকার (তিমির দিগ ভরি) রাত্রির ঘোরে চঞ্চল বিদ্যুতের পংক্তি আকাশে ঝলকাচ্ছে। **গোঙায়বি**—যাপন করবে, **বিদ্যাপতি...রাতিয়া**—বিদ্যাপতি সহানুভূতির সঙ্গে বলছেন—(রাধা!) প্রিয়হীন (হরি বিনে) দিন-রাত্রি (তুমি) কেমন করে যাপন করবে।

আলোচনা : পদটি বর্ষা-কালোচিত বিরহের পদ। বিদ্যাপতির কিছু কিছু বিরহের পদে বেদনার যে রাজসিক ঐশ্বর্যময় রূপ প্রকাশিত হয়েছে, এই পদটি তার এক নিদর্শন। রাধার বিরহবেদনা এখানে যেন প্রকৃতিরও সহমর্মিতা লাভ করেছে। ভাদ্র মাসের বর্ষণমুখর রাত্রিতে সারা পৃথিবী যখন প্রবল বর্ষণে প্লাবিত, মেঘগর্জনে মুখরিত, তখনই রাধার বিশেষ করে প্রবাসী কান্তের কথা মনে পড়েছে। প্রেমের দেবতা মদন যেন তীক্ষ্ণ শর রাধার হৃদয়ে বিদ্ধ করে তাঁর বেদনাকে বাড়িয়ে তুলেছেন। অজস্র বজ্রপাতের মাঝখানে ময়ূরের নৃত্য, আনন্দিত মত্ত ভেকের কলরব, ডাহুকীর ডাক ঐকতান রচনা করেছে। নিবিড় ঘন অন্ধকার রাত্রির বুকে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো যেন প্রবল অধীরতায় নিজেকে উদ্ভাসিত করছে। বর্ষণ মুখরিত আনন্দমত্ত এই প্রকৃতির প্রতিবেশে নিঃসঙ্গ রাধার হৃদয়বেদনা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এই আনন্দে প্রিয়-সঙ্গ সৌভাগ্যবতী হয়ে রাধা যোগ দিতে পারছেন না, তাই তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। রাধার বিরহবেদনাকে চরম ঐশ্বর্যরূপ দান করার জন্যেই যেন কবি এই মত্ত বর্ষা দিনের আয়োজন করেছেন। এই বর্ষাপ্রকৃতির মধ্যে বিষণ্ণতা নেই। অভিসারিকা রাধার মিলনে বাধা সৃষ্টির জন্যে বর্ষাপ্রকৃতি যে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে—তার আভাস মাত্রও নেই। বজ্রপাত এখানে ময়ূরকে নাচায়, ডাহুকীকে সরব করে। কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যেও বিরহী যক্ষ বর্ষার মেঘকে দেখেই তার বিরহের তীব্রতা অনুভব করছে। রবীন্দ্রনাথ যক্ষের এই বিরহ সম্পর্কে বলেছেন, "মেঘদূতে যে বিরহ, সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়, এমনকি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড় বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না। ছোট তার বাসকক্ষ, নিভৃত, কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদী গিরি অরণ্যশ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, আছে উল্লাস।" এখানেও রাধা *মেঘদূত*-এর যক্ষের মতোই সারা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানেই নিজের বিরহ বেদনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই পদটি গভীরতম বেদনার বাণীবহ নয়, রাধার দুঃখ-ঐশ্বর্যের প্রবলতম ঘোষণা। *প্রাকৃতপৈঙ্গল*-এর একটি সংক্ষিপ্ত কবিতাতেও আসন্ন বর্ষায় প্রবাসী প্রিয়তমের স্মৃতিতে আতুর বিরহিণীর বেদনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে—

সো মহ কান্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ॥

পদটিকে কেউ কেউ রায়শেখরের বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হল, এই পদটি প্রাচীন বেশ কয়েকখানি পদসঙ্কলনে শেখরের পদ হিসেবেই উদ্ধৃত হয়েছে। ভণিতায় যে রাত্রির কথা বলা হয়েছে "ভণয়ে শেখর কৈছে নিরবহ/ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া"—তা পদটির আদ্যন্ত বক্তব্যের সঙ্গে মেলে। কিন্তু বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে "দিন রাতিয়া", তা সমগ্র পদটির বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয়। কিন্তু এ কারণেই পদটিকে বিদ্যাপতির রচনা হিসেবে খারিজ করাও

Scanned with CamScanner

সঙ্গত নয়। এই বৃহৎ, আয়ত ও বিস্ফারিত ধ্বনি একমাত্র বিদ্যাপতির পদেই মেলে। আবার রাধার দুঃখের বর্ণনা করতে করতে কবি তার মধ্যে নিজের শোকাশ্রু মিশিয়ে দেন। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। এছাড়া যিনি "কি কহবরে সখি আনন্দ ওর" পংক্তির রচয়িতা, তাকে 'দুখের ওর' রচনাকার হিসেবে বাতিল করার অধিকার অন্তত আমাদের নেই।

সুহই

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না[১] ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যেছে[২] যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা[৩] ॥
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধই।
অবধি রহল বিছুরাই[৪] ॥
কো[৫] জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কান[৬] করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পূর ॥ ১১৮ ॥

পাঠান্তর : ১। 'ন' ২। 'জৈসে' ৩। 'নিরাসা' ৪। 'বিসরাই' ৫। 'কে' ৬। 'কাহ্ন কাহ্ন'।

শব্দ-টীকা : **আত**—আতপ। রাধামোহন ঠাকুর শব্দটির টীকায় বলেছেন—শোকে 'প' স্খলিত হয়েছে 'কণ্ঠ-রোধত্বাৎ'। অর্থ—আতপতাপে শুষ্ক। **প্রেমক...ভেল**—প্রেমের অঙ্কুর জন্মাতেই রোদের (বিরহের) তাপে তা শুকিয়ে গেল। **না ভেল যুগল পলাশা**—যুগল পল্লব (পলাশা) হল না। **প্রতিপদ...নৈরাশা**—রাতে (যামিনী) প্রতিপদের চাঁদ যেমন (যৈছে) উদয় হয় (হওয়া মাত্র অস্ত যায়), সুখের কণিকা লাভও (আমার ভাগ্যে তেমনি) নিরাশায় পরিণত হল। **সখি...মাধাই**—হে সখি এখন (অব) মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর। **অবধি...বিছুরাই**—(নইলে) অবধি ভুলে থাকবে (বিসরাই) কেন? **কোন জানে...সুজান**—চাঁদ যে চকোরীকে এবং সুজন মৌমাছি মাধবীলতাকে যে বঞ্চনা করবে (বঞ্চব) এ কথা কে জানত (কো জানে)? **অনুভবি...নিরমাণ**—কানুর পিরীতি অনুভব করে অনুমান করছি বিধি দুর্ঘটনা (বিঘটিত) নির্মাণ করেছেন। (কৃষ্ণ যে আমাকে এত ভালবাসতেন, তা অনুভব করেই বুঝেছি স্বয়ং বিধাতাই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন (কানুর কোন দোষ নাই)। **পাপ...ঝুর**—(আমার এই) পাপ পরাণ তো অন্য কাউকে জানে না, (এখনো) কানু কানু করেই কাঁদে। **বিদ্যাপতি...পুর**—বিদ্যাপতি বলছেন মাধব নিষ্করুণ (নিকরুণ)। গোবিন্দদাস বলছেন, তিনি রসপূর্ণ।

আলোচনা : ভূত বিরহের এই পদটিতেও রাধার আক্ষেপ ও বেদনাই ধ্বনিত হয়েছে। রাধা বলছেন তাঁর প্রেম যেন এক সুকুমার শ্যামল নবোদ্গত অঙ্কুর। কিন্তু তার দুটি পাতা হওয়ার আগেই অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

হয়েছে। রাধা তাঁর সখীকে সম্বোধন করে বলছেন, ...

হচ্ছে, বিপথে পড়ে থাকা মালতী-মালার মতো তিনিও অনাদৃতা। সখী রাধাকে যা বলছেন এ

জিজ্ঞাসা করছেন, তার উত্তরে রাধার একটিই কথা—তাঁর এই কৃষ্ণবিহীন দিন-রাত্রি কেমন

কাটবে। তাঁর সুখ কৃষ্ণের সঙ্গে চলে গেছে। দুঃখটুকু যেন তাঁর কাছে থেকে গেছে। ভণিতায় বিদ্য

সুন্দরী রাধাকে বলছেন—সুজনের দুর্দিন অল্প সময়ের জন্যেই থাকে।

পদটি *উজ্জ্বলনীলমণি*-র পূর্বে লেখা হলেও *উজ্জ্বলনীলমণি*-তে বিরহিণী রাধার বিভিন্ন অ

য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে চিন্তা ও জাগর্যার বৈশিষ্ট্য এখানে আছে। এই পদটিতে রাধা

বেদনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপ-যৌবন সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে সচেতন। তাই তিনি বলেন,

মথুরাপুরে চলে যাওয়ায় মালতী মালা যেন বিপথে পড়ল। মালতী মালার বিপথে পড়ার এই উ

ন রাজসভার একটি উৎসবমত্ত রাত্রির ক্লান্ত সমাপ্তিরও সূচক। বিলাসী প্রণয়ীর কণ্ঠে সযত্ন

পুষ্পমাল্য সারারাত্রির ভোগমত্তার পর ধুলোয় নিক্ষিপ্ত হয়। রভসরজনীর অবসানে রাধাও আজ

তেমনিভাবেই পথের ধুলোয় পরিত্যক্ত। সন্দেহ নেই পদটিতে বিদ্যাপতি রাধার বিরহার্তির অসা

মহিমাকেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এখানেও নিজের দুঃখ বর্ণনা করতে গিয়ে রাধা তাঁর আমিত্ব

প্রাধান্য দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমের দুঃখ আর আনন্দের উভয় অবস্থাতেই নিজেকে

ন। প্রেমে তিনি আত্মবিস্মৃতা। আর বিদ্যাপতির রাধা আত্মসচেতন। কিন্তু তবুও এই পদটির

বিদ্যাপতি রাধার আর্তির আকুতিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। নিরাভরণ গভীরতায় স্নিগ্ধ

ই পদটি কীর্তনিয়াদের খুবই প্রিয়। কল্পনার মৌলিকতা নয়, জীবনবোধের গভীরতাই পদ

জনপ্রিয়তার কারণ।

পাহিড়া[১] ধরা

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর[২] ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা[৩] মোহে কে কি না কহলা[৪]॥

Scanned with CamScanner